দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি
সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।
মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে। শু, যজু, র্বেদ ৩৬।১৮

হে জগন্মাতঃ, শরীর জীর্ণ হইলেও আমাকে এমন দৃঢ় কর, যেন সকল প্রাণী আমাকে মিত্র-দৃষ্টিতে দর্শন করে; আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখিতে পাই। আর আমরাও যেন পরস্পরকে পরস্পর বন্ধুভাবে দর্শন করার শক্তি লাভ করি।

প্রকাশক :
ব্রহ্মচারী যোগেশ
ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত
আনন্দময়ী আশ্রম, ভাদৈনী, বারাণসী

পূর্ব্বাশা লিঃ, পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা, হইতে
সত্যপ্রসন্ন দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভাইজীর পরিচয়

৺জ্যোতিশচন্দ্র রায় ১৮৮০ অব্দে ১৬ই জুলাই, শুক্রবার (১২৮৭ বঙ্গাব্দ ২রা শ্রাবণ) শুক্লা দশমী তিথিতে তাঁহার জন্মভূমি পরৈকোড়া গ্রামে (জেলা চট্টগ্রাম) ভূমিষ্ঠ হন। তুলারাশি, বিশাখা নক্ষত্রে তাঁর জন্ম।

তাঁহার পিতার নাম ৺গোবিন্দচন্দ্র রায়। ইনি একজন সদাচারী, সাত্ত্বিক, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত সাধক ছিলেন। ইনি আদালতে সামান্য চাকরী করিতেন। প্রতি শনিবারে আফিসের কায সারিয়া শনি, রবিবার নির্জ্জন কোনো স্থানে গিয়া দিবারাত্রি সাধন ভজন করিতেন। ইঁহার আদিপুরুষ সদানন্দ দাশ রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে আগমন করেছিলেন। গোবিন্দবাবুর আসন্ন সংক্ষিপ্ত বংশ পরিচয় এই—

জয়নারায়ণ—রাণী দুর্গাবতী
|
দেওয়ান বৃন্দাবন
|
তারিণীশঙ্কর
|
পীতাম্বর
|
গোবিন্দচন্দ্র রায়

গোবিন্দবাবুর তিন পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম দুর্গাকিঙ্কর, সতীশ, জ্যোতিশ; কন্যার নাম রসময়ী, আনন্দময়ী ও সত্যময়ী। দুর্গাকিঙ্কর অল্প বয়সেই দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশ জ্যোতিশের তিন বৎসরের বড়। ইনি ডিষ্ট্রিক্ট সব-রেজিষ্টারের কাজ করিতেন। ১৯৩৫ অব্দে তিনি বর্দ্ধমান নগরে পরলোক গমন করেন।

জ্যোতিশ এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ ক'রে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন। ১৯০৩ অব্দে তিনি মণিকুন্তলা দেবী নাম্নী এক তেজস্বিনী ধর্ম্মপরায়ণা কুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্বামী-সেবা গৃহস্থ জীবনে আদর্শ স্থানীয়।

কর্ম্মজীবনে জ্যোতিশবাবু দক্ষতা ও ধীশক্তির প্রভাবে কৃষি বিভাগীয় আফিসে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করেন। তাঁর কর্ম্মনিষ্ঠার ফলে তিনি I. S. O. উপাধি লাভ করেন। কর্ম্মজীবনে তাঁর ত্যাগ, স্বদেশসেবা-বুদ্ধি অতুলনীয়। তিনি বহু দুঃস্থ পরিবারের যুবককে গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। তাঁহার গৃহ অনাথ, দরিদ্র আশ্রয়প্রার্থীগণে সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত।

১৯২৪ অব্দের শেষভাগে তিনি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সংস্পর্শে আসেন। তখন হইতে তাঁহার জীবনের গতি আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ভ্রমণ করিতে থাকেন, তথায় তিনি ভাইজী নামেই পরিচিত হন।

১৯৩৭ অব্দের প্রথম ভাগে শ্রীশ্রীমাতাজীর সঙ্গে তিনি কৈলাস যাত্রা করেন। ফিরিবার পথে তিনি মৌনানন্দ পর্ব্বত নামে সন্ন্যাস-জীবন বরণ করেন; সেই সময় আলমোড়াতে ভাদ্রমাসে ঝুলন দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার প্রাণের আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীমাতা আনন্দময়ীর ক্রোড়ে তিনি চির-বিশ্রান্তি লাভ করেন। আলমোড়ায় তাঁর সমাধি মন্দিরটিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কালক্রমে উহা একটি সাধন ক্ষেত্রে পরিণত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

প্রথম সংস্করণ

'সত্য রক্ষার জন্য মন ব্যগ্র হলে মনের ময়লা দূর হয়; মনের পবিত্রতা সাধন হলেই মায়ের প্রকাশ,—মায়ের কৃপালাভ। মায়াই যে মা। কর্ত্তব্যকর্ম্ম মহা ধর্ম্ম। মায়া ত্যাগ না করে মায়া জয় করতে হবে,—তবেই যে তুমি মহামায়াকে পাবে। যত দিন না মাকে পাওয়া যায় তত দিন সাধন ভজন; যে মায়ের কোলে স্থান পেয়েছে, তার আর দরকার কি?'

"মা আমার ব্রহ্মও বটেন, আবার দয়াময়ী, আনন্দময়ী মাও তিনি। জ্ঞানীর তত্ত্বে যিনি নিরাকার, ভক্তের প্রাণে তিনি সাকার। সগুণও তিনি, নির্গুণও তিনি। মা ও বাবা একই। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তিহীন শিব শব প্রায়। 'সর্ব্বং শক্তিময়ং জগৎ',—যে এই অপরিসীম শক্তি-তত্ত্ব-সাগরে একবার ডুবেছে, সেই মাকে চিন্‌তে পেরেছে, মাই যে তার সব; মা বিনে সে আর কিছুই চায় না। মা-ময় দৃষ্টিতে সে আপন পর ভু'লে আত্মহারা হয়েছে।"

'পরব্রহ্মের চিৎশক্তি অর্থাৎ আত্মাই হচ্ছেন মা। শক্তি সর্ব্বত্রই নিরাকার। সেই মহতী মাতৃশক্তিরই ইচ্ছাক্রমে ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তির প্রকাশ। সেই নিরাকার আদ্যাশক্তি মা মূর্ত্তিমতী হয়ে রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন, এবং তমোগুণে শক্তিহীন শিবকে

শক্তিমন্ত ক'রে সংহার-লীলা করছেন। মূলে তিনি স্ত্রীও নন, পুরুষও নন; তবে মাতৃবাচক শব্দ কল্পলতা, সর্ব্বফলদাত্রী—সর্ব্বার্থ-সাধিকা! উপাসনার অশ্রুতে মা বলে ডেকেই প্রাণে শান্তি পাই। অব্যক্ত ব্রহ্মের সাধনা যে কঠিন ব্যাপার! মা বাবাকে চিনিয়ে না দিলে, সে শক্তি না পেলে তো চিনিবার উপায় নাই। মাই যে অমৃত। যত দিন জন্ম মরণ রহিত না হয় তত দিন তিনিই যে জীবন-সর্ব্বস্ব!'

কেবল মা—মা—মা! মা-ময় দৃষ্টিতে
মহামায়া আনন্দময়ী মার শ্রীমূর্ত্তি সাধনা
সম্বল কর।

ভাইজী

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩৫

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীশ্রীমা তখন রমনাস্থ 'শাহবাগ' আবাস ছাড়িয়া ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বিপরীত দিকে প্রথম আশ্রম উত্তমা কুটিরে এসেছেন। পুণ্যশ্লোক ভাইজী ও তৎপরিকরগণ আপনাদের ভাবব্যূহে শ্রীশ্রীমাকে অবতীর্ণ দেখে প্রাণের আবেগ ও শ্রদ্ধাভক্তিবিগলিত হৃদয়খানি 'শ্রীচরণে' নামক পুস্তিকাকারে মায়ের শ্রীপদে অর্পণ করেছিলেন; উহার প্রতিটি গানের ভাষায় তাঁর অহৈতুকী, নির্ম্মলা ভক্তির পুণ্যপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি পড়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন,—"যাঁকে

উদ্দেশ্য ক'রে এই গানগুলি লিখিত, তিনিই আপনাকে শ্রীচরণে টানিয়া শান্তি দিবেন।" যথার্থই তাঁর শেষ সময়ে শ্রীশ্রীমা তাঁকে শ্রীচরণ-স্পর্শে অভয় দিয়ে 'মৌনানন্দ' নামকরণ করে তাঁহার জীবত্বের সফল অবসান ঘটাইয়া ছিলেন। এখন তাঁর পরমবিশ্রাম শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে,—শাশ্বত শান্তির রাজ্যে।

ইহা ভাইজীর 'শ্রীচরণ' পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রায় চতুর্বিবশতিবর্ষব্যাপী অখণ্ড হোমাগ্নিতে দীর্ঘ বর্ষত্রয়ানুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে মায়ের সন্তানদিগের প্রাণে এই গানগুলি মূর্ত্ত হয়ে উঠুক; মায়ের শ্রীপদে 'আত্ম-সমর্পণ-যজ্ঞে' আমাদিগকে পূর্ণাহুতির যোগ্য করিয়া তুলুক,—মায়ের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

ঢাকা রমনা-আশ্রম উদ্বোধনের দিন অপরাহ্ণে (১৩৩৬, বৈশাখ, শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের শেষ দিন) প্রথম গানটি উচ্চকণ্ঠে সমবেতভাবে গাওয়া হয় এবং শ্রীচরণের ১-৫০ পর্য্যন্ত সব গানগুলি সারারাত্রি গাহিয়া শ্রীশ্রীমাকে শোনান হয়েছিল। এই গানগুলির সঙ্গে ভাইজীর আরো নয়টি গান এই সংস্করণে ২১ বৎসর পরে পুনঃপ্রকাশিত হইল।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬
আনন্দময়ী আশ্রম,
ভাদৈনী, বারাণসী

ব্রহ্মচারী যোগেশ
ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত
প্রকাশক

শ্রীচরণে

(১)

আনন্দ জলধিনীল, আনন্দ গগনতল, আনন্দ বায়ু-হিল্লোল,
আনন্দ ভুবনময় ;
আনন্দ নিকুঞ্জবনে, আনন্দ তটিনী সনে, আনন্দ মধুপ-গানে
হৃদয় পাগল হয়।
আনন্দে গাহিছে পাখী, আনন্দে নাচিছে শাখী, আনন্দে মেলিয়া আঁখি
সুহাসে প্রসূনচয়।
নাচিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া
ভুলিয়া দুঃখ, তুলিয়া বাহু—নাচ আনন্দে প্রেমানন্দে,
—প্রিয় সঙ্গে প্রেম রঙ্গে—
গাহ মা আনন্দময়ীর জয় !
আনন্দে আপন ভুলি আনন্দ-কীর্ত্তনে গলি
—করি গলাগলি, করি কোলাকুলি—
দিয়ে গড়াগড়ি ধূলা মাঝে,
ভুলি স্বর্গ, ভুলি মর্ত্ত্য, ভুলি মিথ্যা, ভুলি সত্য,—
ভুলি ভেদাভেদ সব কাজে,
গাহ অনুখন ঊষা সাঁঝে
(ভাব) আনন্দ-সৃজন, লয়, (বল) আনন্দময়ীয় জয় !

— মা —

এসেছে আনন্দময়ী আনন্দ-নন্দিত-ভুবন ;
প্রমোদে, প্রণয়ে, বিলাসে, হরষে
ভূতলে রচিত নন্দন।
আনন্দ-আকুল বায় তটিনী নাচিয়া ধায়,
সাগর সঙ্গীত গায়,
নির্ম্মল সুনীল গগন।
—কার গানে, কার তানে, কার প্রেম-অভিযানে—
কাহার আকুল মনে ?
হাসে জবা বরণা চঞ্চল চরণা—
অঞ্চলে বাঁধি অরুণ !
আজি মর্ত্ত্য প্রেম-তীর্থ, সুখ-স্বর্গ চির সত্য,
হ'ল অমৃত-ভবন নিত্য
পরশে চরণ রতন।
এসেছে যদি মা, ভুল'না করুণা
নিয়ে পদ বন্দনা
(কর) আনন্দ-প্লাবিত জীবন।

— মা —

আর কার তরে ভবে অকারণ হাহাকার ?
জননী আনন্দময়ী খুলেছেন গৃহদ্বার।
মুক্ত করি বর কর
অভয় দানে অগ্রসর,
আনন্দ ধরে না, প্রাণে নিরানন্দ বসুধার ;
আনন্দ নয়নে ঝরে,
আনন্দ অধরে ক্ষরে,
হৃদয়-পাষাণ গলে প্রেমানন্দে আজি তাঁর ;
বহু সাধনার ফলে
মিলেছি মা'র পদতলে,
ভাই ভাই মিলে চল লুটি তাঁর স্নেহ-ভাণ্ডার ;
ভেদ বাদ যাই ভুলি
প্রেমভরে দু'হাত তুলি,
মায়ের নামে মিলে যাই প্রাণে প্রাণ একাকার ;
বিশাল বিশ্ব-মন্দিরে
শ্রীচরণ সার ক'রে,
বিশ্বাস, ভরসা ভরে জপি নাম অনিবার।

— মা —

তোমারি সাধনা, তোমারি বন্দনা,
হউক আমারি জীবন সম্বল।
তোমারি স্তবে, তোমারি ভাবে,
পরাণ আমারি হউক উছল।
আমি আকাশের পানে
তোমারি সন্ধানে অনিমেষে চেয়ে রব ;
আমি চাহিব না কিছু, ক'বনা কথাটি,
কেবল চরণে লুটাব নিয়ে আঁখিজল।
আমি তোমারি অসীমে ঘুরিব, ফিরিব
তোমারি মহিমা গানে।
আমি তোমারি আনন্দে রব সদানন্দে
তুলিয়া তোমার নামের হিল্লোল।
আমার সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম,
তোমার পূজার লাগি।
পরিহরি দূরে বুদ্ধি, বিচার,
রাতুল চরণ করিব সম্বল।*
তোমায় নমো হে নমঃ, আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো,
তোমায় ডাকিতেছি মাগো, বারবার ;
পেলে (তোমার) চরণের ছায়া, সংশয় যাবে টুটিয়া
আমায় শ্রান্ত হৃদয় হইবে শীতল।

— মা —

* শাহবাগ, ১৩৩৩ 'পাগলের গান' নামে ইহা ছাপানো হয়।

(৫)

তোমারি চরণ পূজিব আশায় এনেছি ভরিয়া ডালা,
রাশি রাশি ফুল—সুষমা অতুল আঁখি নীরে গাঁথি মালা।
কুসুম রতনে, কুসুম ভূষণে সাজাব চরণ-রতন,
আকুল হইব, পাগল হইব পরশি যুগল চরণ।
পাতি দিব বক্ষ, পাতি দিব শির, সঁপি দিব দেহ, মন,
তোমারি চরণ-অমৃত চুমিয়া জুড়াইব প্রাণ-জ্বালা।

(৬)

তোমারি চরণ-রেণু মাখি অঙ্গে ধন্য হইতে চাই;
মরমে মরমে জীবনে মরণে তোমারি হইয়া যাই।
হৃদি-শতদলে পদ-শতদল ক্ষণ রাখি কর ত্রিতাপ শীতল,
আমারে পবিত্র কর নিরমল—(যেন) দিবানিশি তোমা পাই।
হে চির বাঞ্ছিত, হে চির সদয়! পরাণ আমার করগো তন্ময়,
—তুমি আমিময়; আমি তুমিময়—(যেন) শ্রীচরণে লয় পাই।

— মা —

গৌরবে, লাঘবে, অভাবে, বিভবে
পরাণ তোমারে সঁপিব।
জীবন থাকিতে পরাণে মরিয়া
চরণ তোমার পূজিব ;
সুখ-স্বপ্ন ভাঙি দুঃখে জাগাইয়ো,
আঁখি নীরে হাসি ভাসাইয়া দিয়ো,
—কণ্টকে, কুসুমে, প্রমোদে, বিষাদে—
চরণে মরিয়া রহিব।
তুমি থেকো মর্ম্ম-কুটীর উজলি ;
যেতে দিয়ো দূরে আমার সকলি,
শুধু তোমারে—শুধু তোমায়
হিয়ার মাঝারে হিয়ায়,
প্রেম-নিগড়ে বাঁধিব।

— মা —

(৮)

সংসার জঞ্জালে ব্যস্ত অহঃরহ,
মা ব'লে মা, ডাকি সময় কই ?
আজ নয় কাল, সন্ধ্যা-সকাল
কালাকাল ভাবি সময় লই।

দিন যায় চলে, ফিরে আসে দিন ;
প্রতিদিন হই বাসনা-মলিন ;
এ দীনে অধীনে কবে দিবে দিন
আশা-পথ পানে চেয়ে রই।

অপরাহ্ন রবি শির করি নত—
বিদায়- আহ্বানে নিরখি প্রস্তুত ;
কোন মায়া ভ্রমে আমি অপ্রস্তুত ?
পথহারা হয়ে ভুলে রই।

প্রেমভরে কবে পদ-ধূলি মাখি
পাপ-দেহে পূত হবে মন-পাখী ;
মা ব'লে মা, তোমা অনুখন ডাকি
শতবার পদে নত হই।

— মা —

পাপী ব'লে যদি ঘৃণাই করিবি
মা ব'লে কেন মা, ডাকিব ?
একান্ত সাধনা—চরণ বন্দনা
কেনই বা বৃথা করিব ?
কর্ম্মফলে যদি ঘটে দুঃখ, সুখ,
কেন তোরে ডাকা হইয়া উৎসুক ?
কেন বার বার ঢালি অশ্রুধার
পিপাসা-পাথার রচিব ?
মাতৃ-স্নেহে যদি না হয় শীতল
পাপ-তাপ-ক্ষত-হৃদয় বিভল,
তবে কার আশে, ব্যর্থ অভিলাষে,
মহাশক্তি বলে পূজিব ?
পাপ পুণ্যে যদি এত ভেদাভেদ,
স্নেহে মাগো, তোর রয়েছে প্রভেদ,
কুল-হীনে কোলে লও আগে তুলে
পতিতপাবনী তবে বলিব।

— মা —

পাগল মন-ভৃঙ্গ আমার
কর চরণ-মধু পান ;
জগত জুড়িয়া সে'ধারা অমিয়া
পিপাসিতে কর দান।
সকল অভিমান করিয়া চূর্ণ
সকল অভিলাষ করগো পূর্ণ ;
মত্ত হইয়া, মুগ্ধ হইয়া খুলে দাও রুদ্ধ প্রাণ।
হৃদি দেবতার চরণ-পরাগে
মাখি দেহ, মন প্রেম অনুরাগে,
শুদ্ধ হইয়া মুক্ত হৃদয় মুক্তি-মন্ত্র কর গান।
শ্রীচরণে হয়ে অনুগত দাস
ছিন্ন কর প্রেমে মোহময় পাশ,
পরের কারণে আপনা ভুলিয়া তাপিতেরে কর ত্রাণ।

— মা —

ভবে আসা কি বৃথা তবে ?
শ্রীচরণে যদি স্থান নাহি দিবে ?
পথ-ভ্রষ্ট হয়ে ডুবি সিন্ধু-নীরে
কোথা ধ্রুবতারা হেসে চাও ফিরে ;
কার পানে চাহি এ যাতনা সহি,
এত কি নিদয় হবে
তোমারে সঁপিয়া দেহ, প্রাণ, মন
করেছি সম্বল রাতুল চরণ,
তুমি বিনে বল কে মম আপন
ধূলা মুছি কোলে লবে ?
আঁধার ভবন কর আলোময়,
জ্বালো, জ্বালো দীপ হে প্রেম-হৃদয় !
পরশ রতন পরশি চরণ
ধন্য হয়ে যাই ভবে।

— মা —

দুঃখ পেয়ে যত মনে হয় তোরে,
স্থখের সোহাগে ভুলে যাই ;
বার বার মরি ধরাতলে পড়ি,
বাঁচি, মুখ পানে চাই।
এত স্বার্থপর, এতই অজ্ঞান,
এত অকৃতজ্ঞ, মা, তোর সন্তান !
মাতৃস্নেহে তবু নাহি অভিমান,—
পরিমাণ নাহি পাই।
তোর পদ-পূজা করিব সম্বল ;
স্থখে নাহি হ'ব উদ্‌ভ্রান্ত, বিহ্বল ;
না হইব দুঃখে হীন, হত-বল,—
বল্‌, কবে পদে দিবি ঠাঁই ?

— মা —

মা, তোরে পূজিব আজি মানসের শতদলে,
অনাহত মহাশঙ্খ নিনাদি হৃদয়-তলে ;
ধূপ-ধুমে নানা ছন্দে,
অগুরু-চন্দন গন্ধে,
সমাধি-নিলীন আঁখি অলৌকিক কুতূহলে ;
ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রারে—
জ্যোতির্ম্ময় পারাবারে,
মুক্তি-স্নানে প্রেমাঞ্জলি দিব শ্রীচরণ-মূলে ;
প্রেম-সুধা করি পান,
প্রেম-মন্ত্র করি গান,
জাগাইব জগজ্জনে মা নামে নিশান তু'লে ;
নানা বর্ণে করি ঐক্য,
ধনী দীনে রচি সখ্য,
মা, তোরি উদার তন্ত্রে মিলাইব পদতলে ।

— মা —

জগতের মাঝে জগতের কাজে
মানুষ করিয়া তোল গো ;
পরের কারণে এ জীবন, ধন
সার্থক করিয়া দাও গো ।
চূর্ণ করি স্বার্থ, দম্ভ, অহঙ্কার
আমারে অধম কর গো সবার ;
দেহে কর্ম্ম-শক্তি, সাহস দুর্ব্বার
পরাণে আমার দাও গো ।
বারে বারে এসে জীবনে নূতন,
শরণ করিতে তোমার সাধন,
কঠোর কর্ত্তব্য-সমস্যা পূরণ
বরণ করিতে দাও গো ।
আঁখি জলে ধৌত হৃদয়ে আমার
রাখ গো কমল-চরণ তোমার,
সংসার জঞ্জালে করিয়া উদ্ধার
তরী নাও ভব তীরে গো ।

— মা —

সারা দিন কাজে বহুরূপী সাজে
লাজে ফিরি সাঁঝে মনে মনে ;
দুর্দ্দান্ত সে মন করিতে শাসন
পূজি আঁখি নীরে শ্রীচরণে।
তুমি মা, আপন, তুমি মা, আমার !
ভুলে দোষে মম, গাঁথি ফুল হার ;
অদিনে অক্ষণে অপি বার বার—
শ্রীচরণে।

আঁখি-হীন অন্ধে করি আঁখি দান,
অবিদ্যা বিনাশি করি জ্ঞানবান,
প্রেমোন্মাদ করি রাখ দিনযাম—
শ্রীচরণে।

প্রদানি সাহস, তোমাতে নির্ভর,
ষড়-রিপু-জয়ে কর অগ্রসর ;
রাখ, নির্ম্মল করি,—করি সুন্দর
শ্রীচরণে।

— মা —

১৮

(১৬)

মা, তুই পাষাণী মেয়ে পাষাণে গড়া অন্তর,
দয়া নয় তোর গোলকধাঁধাঁ সে যে সাগর দুস্তর।
যতই করি সাধ্য সাধন
অরণ্যে হয় ব্যর্থ রোদন ;
অপলক পাষাণ-নয়ন চেয়ে রয় মা, নিরুত্তর।
দিয়ে শুধু বিফল আশা
দিনে দিনে বাড়া'স তৃষা ;
দুঃখ অশ্রু মুছাইয়ে তুলে দে হাত শিরোপর।
ভুলা'স না আর নিঠুর মনে
শরণ দে মা, শ্রীচরণে,
পাষাণ-ফাটা স্নেহ-ধারে বহি যা'ক শান্তি নিঝর।

(১৭)

ঊষা-অরুণে প্রাণ-বিজনে কর মায়ের নাম গান ;
জননী অমৃত-সিন্ধু ! পাপী তাপীর প্রাণারাম।
মাতৃ-নামামৃতে পাখী শত শত
ঘুমন্ত ধরণী করিল জাগ্রত,
মনোভৃঙ্গ বিমোহিত—পরিমল করে পান ;
মাতৃ-নাম-গানে সিন্ধু নৃত্যপর,
প্রেমাকুল চিত্ত, সরিৎ, নির্ঝর,
প্রমোদিত চরাচর—(করে) প্রেমামৃতে প্রাণদান।

— মা —

তোমারি তরে মা, পেয়েছি প্রাণ
তোমারেই প্রাণ সঁপিব ;
তোমারি সাধন করিয়া সম্বল
তোমারি চরণ পূজিব !
জ্যোছনা-গর্ব্বিত তারাপুঞ্জভূষিত
নির্ম্মল গগন-কুঞ্জে হাস্য বিলসিত,
একা তুমি, একা আমি নীরবে, নিভৃতে
প্রেম-নয়ন নীরে ভাসিব।
গাঁথিয়া মিলন মালা, স্বপনে আপন ভোলা
হৃদয়ে হৃদয় রাখি—
কবিতা-কুসুম গন্ধে, অমিয়া-রাগিণী ছন্দে
পরাণে পরাণ মাখি—
নয়নে নয়ন চাহি রহিব।
তব চরণতল নিন্দিত শতদল,
হৃদি শতদলে রাখি আঁখি ছল ছল !
দিবস যামিনী জ্যোতিঃ ঝলমল,
হৃদয় চিরিয়া রাখিব।

— মা —

(১৯)

মা, তুই যদি দিবি ফাঁকি,
শৈশব হৃত, যৌবন গত,—মুদ্‌বে নয়ন ক'দিন বাকী ?
ভবের ঘাটে বাহু তুলে কোথায় মাঝি ? এখন ডাকি।
শুনে তবু কেউ আসে না ; উপহাসে দূরে থাকি :
পাছের সাথী সব গেল আগে, (মোরে) মায়াজালে ঘিরে রাখি,
এবে, নিঃসম্বল ভিখারী আমি শূন্যঘাটে কারে ডাকি ?
নাই মা, আমার সাধন ভজন, ভাবি আঁখি-নীরে ভাসি ;
শুধু, হৃদ্‌-কমলে ফুল চন্দনে নিতুই রাঙা চরণ আঁকি ;
মেঘের রথে সাজল সন্ধ্যা ভয়ে প্রাণ উঠে কাঁপি,
মহাসিন্ধুর ঊর্ম্মিমালা গ্রাস করবে আর বাকী কি ?
আঁখির তারা নিবে যায় মা, পার হই কিসে বল্ দেখি ?
অকূলে কূল দিবি যদি, ভবের মাঝি দেগো ডাকি—
জ্ঞান-মাণিক জ্বালিয়ে দিয়ে কূলে নে মা, সঙ্গে থাকি।

— মা —

বিরহে মিলনে আনন্দে বেদনে,
আমার অপার কামনা,—
আসে কোন্ পথে, কোন্ মনোরথে,
কেন দেয় চির যাতনা ?
পূর্ণ হোক তোমারি বাসনা !

সুখে বা রাখ, দুঃখে নাহি ডাক,
নাহি তাতে ভীতি, ভাবনা ;
হৃদয়ের ধন হৃদয় রঞ্জন
হৃদি ছেড়ে যেতে দিব না ;
পূর্ণ হোক তোমারি বাসনা !

তোমার চরণ কুসুম-রতন
প্রাণদানে করি অর্চ্চনা,
মথিয়া সাগর চিরিয়া ভূধর
করিব জীবন-সাধনা ;
পূর্ণ হোক তোমারি বাসনা !

— মা —

একি মায়া মহামায়া ? ডাকি তোরে সারানিশি ;
আঁখি-নীরে পাথার রচি, তাতে ডুবি, তাতেই ভাসি ;
গগনের গণি তাঁরা—
সাগর-লহরী-ধারা,
গণিতে গণিতে শেষ, নাহি আর ডুবে শশী ;
মা, তবু পাষাণ মনে,
বাক্য-শূন্য অভিমানে,
শুধূ চেয়ে, শুধু শুনে মহাভাবে রহিস বসি ;
এম্‌নি পেয়ে ভালবাসা
বার বার কি ভবে আসা ?
বারে বারে সর্ব্বনাশী পরায়ে দিস্ গলে ফাঁসি ;
কত জন্মের কর্ম্মফল
যায় না কি মা, রসাতল ?
কেঁদে তোর চরণে কি ফল ? বিফলে কি যাবে নিশি ?

— মা —

তোমাতে পূর্ণ, তোমাতে ধন্য,
অপূর্ণে পূর্ণ কর হে !
আমার দম্ভ, আমার গর্ব্ব
পদাঘাতে চূর্ণ কর হে !
আমার শক্তি, আমার বীর্য্য
আমার নহে,—তোমারি ধার্য্য ;
তোমারি কাজে জগৎ মাঝে
পূর্ণ করিয়া তোল হে।
দাও আনন্দ, কর বিমল,
কর উজল, প্রেম বিভল ;
তোমারি কাজে করি পাগল
ধন্য আমারে কর হে।
বিবেক-বসন, বৈরাগ্য-ভূষা,
ত্যাগের ভস্ম, সাধন-তৃষা,
শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ ভরসা
দিয়ে মোরে মুক্ত কর হে।

— মা —

মা, তোরে সাজাব আজি কুসুম-ভূষণে,—
নহে রতনে, নহে কাঞ্চনে ;
মালতী, যূথীতে গাঁথি শুভ্র হার
গলে দোলাইব পরিমল ভার,
হাতে দিব তোর কুমুদ, কহ্লার
রক্ত শতদল চরণে।
কৃষ্ণচূড়া দিব মুকুট ভূষণ,
স্বর্ণ ফুটী কর্ণ-ভূষা অনুপম,
অতসী, চম্পকে রাঙিয়া বসন,
কুন্দ, রঙ্গন আসনে।
অশোকে, কিংশুকে দিব চন্দ্রহার,
বাঁধুলি, জবায় নূপুর সম্ভার ;
হেরি অপরূপ রূপ চমৎকার
অবাক হইব নয়নে !
ঊষার কুসুম হাসি পড়ে খসি,
সান্ধ্য তারারাশি হাসি যায় ভাসি—
তুই মা, আমার চির পূর্ণ শশী
হৃদয়ের কাব্য-গগনে।

— মা —

রুদ্ধ ভবনে মুক্ত হৃদয়
খুঁজে কাহারে, আজি কাহারে ?
কত শৈল-কান্তার, ঘননীল অম্বর
ডুবি শ্যাম পারাবারে।
যত ছিল আশা, যতেক পিয়াসা—
গেঁথেছি হারে উপহারে !
যদি দেখা পাই চরণে লুটাই
সঁপি জীবন মন সাদরে।
ভাবি স্বপ্ন রচি তীর্থ, হেরি স্বর্গ চিত-ভবনে,
হৃদয় শতদলে কমল চরণতল
চির বাঞ্ছিত মম রাখ হে !
এস একান্তে আজি অশান্তে কর শান্ত,
মৃদু মধুর পরশ সুধাধারে !
ভুলি আমারে পাই তোমারে—
চরণে চিরতরে,
সঁপি পরাণ অশ্রুহারে।

— মা —

কি দারুণ প্রহেলিকা মরুভূমে মরীচিকা—
ঘন ঘোর কুহেলিকা
এ' সংসার
এ শুধু অসার ছায়াবাজী সার !
অপরের যাহা ভাবি আপনার,
হেরি সঙ চমৎকার।
রঙ মেখে, সঙ সেজে করি রঙ্গ বন্ধু মাঝে,
সার যাহা ভাবি গো অসার,
কুরঙ্গে, কুসঙ্গে অনিবার।
দিন দিন আয়ু ক্ষীণ, শক্তি-হারা জ্যোতি হীন,—
উপহাসে পুত্র পরিবার,
সাধে গড়া সংসার আমার !
মায়াময়ী মহামায়া ভেঙে দাও রাক্ষসী মায়া,
পাদপদ্মে কর মা, উদ্ধার ;
সঙ দেখা হয়ে যা'ক সার।

— মা —

বালকের মত করহে আমার
সরল, নির্ম্মল মন ;
ভেদ-বৈর-শূন্য, নহে কেহ ভিন্ন
সকলি আপন জন।
উন্মাদের মত করহ আমার
উদ্‌ভ্রান্ত, আবিষ্ট মন ;
স্তুতি তিরস্কার, হাস্য অশ্রুভার—
একাকার অনুখন।
পিশাচের মত করহে আমারে
নির্ব্বিকার নিরঞ্জন ;
ঘৃণা-লাজ শূন্য, স্বেচ্ছাচার পূর্ণ,
স্বরাট্‌ স্বাধীন সম।
বালক, উন্মাদ, পিশাচে—জননি,
দিবে না কি শ্রীচরণ ?
পাপী তাপী যারা পাবে না কি তারা
শ্রীমন্দিরে দরশন ?

— মা —

গৃহতলে আজ গৃহ-হীন মনে
সকাতরে মা, মা, বলি ;
নয়ন-নীহারে বাঁধিয়াছি বীণা
মরম গিয়াছে গলি ;
গগনের দীপ নিবে নিবে জ্বলে,
মৃদু হাসে ফুল-কলি ;
উষারে সম্ভাষে যমুনা লহরী
ঘুম ঘোরে ঢুলি ঢুলি ;
কত দিন গেছে, কত নিশি ভোর,
কত যুগ গেছে চলি ।
আর কত বার জননি, পাষাণী
অধমে রাখিবি ছলি ?
অরুণ কিরণে মৃদুল পবনে
মাগো, তোমা ডেকে বলি—
সোণার কমল চরণযুগল
কবে দিবি প্রাণে তুলি ?

— মা —

কি পাপ, কি পুণ্য মাগো, না বুঝে হয়রাণ ;
কেন সুখ, কেন দুঃখ এ কার বিধান ?
কেন যাই, কেন আসি, কেন কর্ম্ম স্রোতে ভাসি ?
এ কর্ম্ম লহরী-লীলা কোথা অবসান ?
কত জন্ম করি ভোর কাঁদি মাগো, পদে তোর,
আশায় নিরাশা-সিন্ধু করি নিরমাণ ;
বিফলে প্রতীক্ষা করি তোরি পথ-চিহ্ন হেরি
কোন্ শূন্যে ভেসে যায় কার অশ্রু, গান।
কর্ম্ম-রণে ঝাঁপি মরি তোরি শ্রীচরণ স্মরি,
'তোরি ইচ্ছা পূর্ণ হোক !' করি অভিমান।
লোভে করি ফলাসক্তি, ভুলে যাই মহাশক্তি—
মহা সমুদ্রের করি সীমা-পরিমাণ।
এই কি পুণ্য ? এই কি পাপ ? সুখ, দুঃখ অভিশাপ ?
তাতেই কি জন্ম মৃত্যু,—কর্ম্মের সংগ্রাম ?
তবে মাতঃ, বৃথা রোষ, এ যে আমারই দোষ !
অক্ষমে করিয়া ক্ষমা দে গো ছায়া দান।

— —মা —

আমারি তরে মা, তোমার প্রকাশ,
তব হিরণ্ময়ী জ্যোতিঃ বিভাস—
অপরূপ রূপ নয়নে।

না চাহিতে তুমি দিয়েছ সকল,
আলোক, অনিল, সলিল নির্ম্মল,
আমারই তরে অনুরাগ ভরে
আমারি উদ্ধার কারণে।

হৃদয় শোণিতে লিখা সে কাহিনী,
তোমারি যন্ত্রে তোমার রাগিণী !
মান, অপমান, পতন, উত্থান,—
উপহার তব চরণে।

তোমারি কার্য্য, তোমারি প্রেরণা,
জগৎ-যজ্ঞের আহুতি, দক্ষিণা ;
তোমারি আবেগ, তোমারি নির্দ্দেশ—
পরিশেষ তব চরণে।

— মা —

এতই দিয়েছ, ভালবাসিয়াছ, তবু শুধু চাই চাই ;
যত দাও তত আরো চাই কত,—বার বার বলি নাই।
অযাচিত মোরে তব স্নেহ-দান
রাশি রাশি মাতঃ, করেছ প্রদান,—
তারকার হাসি, চাঁদের কিরণ
ঋতুতে ঋতুতে মোহন ভূষণ,
ভেবে নাহি কূল পাই !

এই মহাক্ষুধা না হয় বারণ,
শূন্য ভ্রমি, করি বারিধি লুণ্ঠন—
কে তুমি আমার ? কে আমি তোমার ?
এ' পরম প্রেম ভাবি চমৎকার !
কোথা গেলে তোমা পাই ?

কল্পলতা মূলে কখন বল না
অশ্রুতে করিব শ্রীপদ অর্চ্চনা ?
কিছু নাহি চাই,—সব হাতে পাই ;
আলোক আনন্দ পূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই,
চরমে মিলিয়া যাই।

— মা —

মরমে মরমে সজল নয়নে
হৃদয়ে তাহারে পূজি ;
তৃষিত আকুল, পদ শতদল—
চিত-শতদলে খুঁজি।
যাপিয়া যামিনী গণি তারা রাশি,
নয়ন-নীহারে যায় নিশি ভাসি,—
পাগল আমারে বুঝি।
দিবসে বিবশে, স্বপন-আবেশে
গোপনে থাকি মনে ;
মাঝে মাঝে আসে (সে) চপলা বিকাশে
নয়ন আঁধারি প্রাণে ;
যারে ভালবাসি প্রাণে এত চাই
বুক্ ভরে যদি তারে নাহি পাই,
নন্দন বনের পুষ্প পারিজাত—
(কার) পদে দিব ভরি সাজি।

— মা —

(৩২)

মা, তুই যখন চলে গেলি
শূন্য হইল পূর্ণ হৃদয়, পুণ্য-ভবন খালি।
চাঁদের প্রতিভা-প্রদীপ নিবিল
মেঘে শত মেঘ গগন ঘিরিল,
নক্ষত্র-কুসুম নয়ন মুদিল
তিমিরে তিমির ঢালি।
নিবে গেল জ্যোতি, র'ল শুধু ছায়া :—
স্মৃতি শ্রী-বিহীনা, উদাসিনী মায়া!
প্রাণ-হীন দীন পড়ে র'ল কায়া,
মানসে শ্মশান জ্বালি।
চির শূন্যতায় ব্যাপি এ ভুবন
কোথা ভুলে র'লি মুদি দুনয়ন ?
অনাথে বাঞ্ছিত চরণ কখন
(কবে) দিবি নাহি বলে গেলি!

— মা —

কার তরে পাখী গায় গান ?
ফুটে ফুল হইয়া আকুল ?
ছুটে বায়ু করিতে সন্ধান ?
গিরি গহন হিমাচল ভেদি, সহস্রধারায় বহে নদনদী
কাহার উচ্ছ্বাসে সাগর উর্ম্মির অসীম অনন্তে হয় অবসান ?
রবিশশীতারা জ্যোতিষ্ক-মণ্ডল, কাহার হাসিতে করে ঝলমল ?
কাহার আদেশে শূন্যে ভ্রমি মেঘ
সুশীতল ধারে করে বারিদান ?
বিরাট বিশ্বের কর্ম্ম-কোলাহল
কার প্রেরণায় উঠে অবিরল ?
বিচ্ছেদে, মিলনে, জীবনে, মরণে
কার পদ ছায়া করে শান্ত প্রাণ ?
কার বন্দনায় দিবস যামিনী
উঠিছে অদৃশ্য ওঙ্কার রাগিণী ?
কাহার আনন্দ-নন্দিত ছন্দে
জগত জুড়িয়া হাসির গান ?
তিনি জননী আমার,—জননী সবার
লুটাইয়ে পড় চরণে তাঁহার
মা, মা, বলে ডাক, আঁখি জলে ভাস
তাঁরি প্রেমরস ভরিয়া প্রাণ।

— মা —

(৩৪)

আজি সান্ধ্য গগনে, জ্যোৎস্না সমীরণে
উদাস হইয়া উঠিছে প্রাণ ;
কাহার লাগিয়া আকুলিত হিয়া
তুলিছে পঞ্চমে বিরহ-তান ?
কার সৌম্যমূর্ত্তি করিয়া স্মরণ, আঁখিধারা বহে ভাসি দুনয়ন ?
কাহার চরণ করিতে চুম্বন, আকুল হইয়া ছুটিছে প্রাণ ?
কার শান্তবাণী মধুমাখা হাসি, মনে জাগে কত করুণার রাশি ?
ভুলিতে কাহারে ভুলি আপনারে ?
(সে যে) দেবতা আমার,—প্রাণের প্রাণ।

— মা —

(৩৫)

মা যার আনন্দময়ী কোথা নিরানন্দ তার ?
সদানন্দ পূর্ণ চিত্ত—আনন্দ-সিন্ধু উদার।
আনন্দ বিহগ গায়, আনন্দ মলয় বায়,
আনন্দ কুসুম-গন্ধে ছন্দোময় এ'সংসার।
আনন্দময়ীর হাসি, স্বর্গ হ'তে স্বর্গে ভাসি,
বিশ্বভরা দুঃখ রাশি হর্ষে করে পুষ্পহার।
আনন্দ-ভবনে হয় আনন্দের অভিনয় ;
আনন্দময়ীর পদে দেয় প্রাণ উপহার।

— মা —

(৩৬)

তোমারে কহিব কথা, শুনাব মরম-ব্যথা।
তোমারি চরণে মাতঃ, উপহার দিব প্রাণ,
কর্ম্ম-কোলাহলে, মর্ম্ম কুতূহলে
ঝাঁপি রণে দিবস রজনী,
জয় পরাজয়, লাভ অপচয়
যাচি নিব আশিস্ জননি,
চরণে পরাণ করি দান।
ক্ষুধা, তৃষা যত হবে নিবেদিত
বিশ্ব-যজ্ঞে আহুতি তোমার,
স্বপ্নে, জাগরণে প্রণতি চরণে—
বারে বারে জননি! আমার,
অর্ঘ্য লও স্বার্থ, অভিমান।
সর্ব্ব চিন্তা-জ্বালা হবে জপমালা,
দুঃখ, সুখ কুসুম পূজার;
কার্য্য, যত্ন যত হবে শত শত
তোমারি মা, পূজা উপচার;
অশ্রুতে রচিব স্তুতি-গান।

— মা —

যদি আসিলে এ ভবে বিলাইতে প্রেম
তবে কৃপণতা কেন বল না ?
প্রেম-পারাবার উথল, উছল
কেন বন্যায় ভাসিয়া যায় না ?
পিপাসায় করি প্রেমসুধা পান
কেন নাহি হয় তৃপ্ত দিন যাম ?
বিশ্বময় গাহি তব প্রেমগান
কেন তোমা বই কিছু চায় না ?
প্রেমামৃত পানে অঞ্জলি অঞ্জলি,
প্রেমানন্দে যাই ভেদ, বৈর ভুলি
হিমাদ্রি-অচল কেন প্রেমে গলি
প্রণয়-গঙ্গায় ভাসে না ?
পাপীর, তাপীর, আর্ত্তের জননি,
কেন এ ছলনা ? ডুবে দিনমণি
প্রেমে ত্রাণ করি তাপিত ধরণী
এবে পদতলে স্থান দাও মা ।

— মা —

হ'লে প্রেম-চন্দ্রোদয়
হৃদয়-মরু শীতল হয়,
জ্যোৎস্নমাখা সুধা-ধারে প্রেমময় অনিল বয়।
না থাকে ভেদ, বিভিন্নতা,—
স্বার্থ-দ্বন্দ্ব—বাদ্-বৈরিতা,
উদয়, অস্ত এক হয়ে যায়,
বিশ্বময় প্রেমের জয়।
এক মা'কে সবে মা মা বলি
নেচে নেচে কুতূহলী,
মিলন-মন্ত্রে পরাণ খুলে
করে ভুবন প্রণয়ময়।
প্রেমে গলে যায় হিমাচল
স্বর্গ হয় মৃৎ-মহীতল,
প্রেমাশ্রুতে ডুবে সিন্ধু
অচেতন হয় চেতনময়।
মা'র নামে সব ভাবে গলি
করে প্রেমে কোলাকুলি;
বাজে, একই রাগিণী সবই যন্ত্রে
একই যন্ত্রী ভুবনময়।

— মা —

(৩৯)

তুই যদি না করিস কৃপা ভবে আসা বৃথা তবে,
এত রোদন, এত সাধন,—সাধের জীবন বিফল হবে।
কর্ম্মাকাশে মধ্য রবি
ভয়ে ভাবি মা, সেই ছবি,
কত কাজ যে রইল বাকী, কি হবে মা, গতি ভবে ?
রাগ করে মা, মায়াজালে
কত বার যে গেলি ফেলে ;
এবার যদি তাই করিস মা, অনাথের গতি কবে ?
ভব-সিন্ধুর অপর তীরে
বাহি তরী ত্বরা করে,
মাথার বোঝা নামিয়ে নে মা, পাপী তবে মুক্ত হবে।
হাসি মুখে শ্রীপদে তোর
হীরার স্বপন করে দে ভোর,
অনন্ত জ্যোতির মাঝে যাক আমার এ প্রদীপ নিবে।

— মা —

তোমারি চরণে আমার পরাণ পিরীতি নিগড়ে বাঁধ হে ;
আমার বলিয়া যেখানে যা' আছে, তোমার করিয়া লও হে।
অতল, অগাধ, অপার তোমার, সুধা-বিগলিত প্রেম-পারাবার,
(তায়) ডুবাইয়া দাও আমি ও আমার, সুন্দর চির নবীন হে!
আমারে ভাঙিয়া কর চূরমার, ওহে প্রিয়তম, প্রাণেশ আমার,
তোমার বাহিরে যেন মোরে আর কোথা দেখা নাহি যায় হে।
তুমি কতো বড় গিরি হিমাচল, আমি ক্ষুদ্র অতি হীন, নিঃসম্বল,
তোমারি ছায়ায় করিয়া শীতল, তোমার কাঙাল কর হে।
সুখে, দুঃখে মোর জীবনে, মরণে, পুলকে, বিষাদে, ঘুমে, জাগরণে
লুটায়ে পড়িতে তোমার চরণে আমায় শকতি দাও হে।
আপনার মাঝে করি অহঙ্কার, তুলি বৃথা কত বেসুরা ঝঙ্কার,
লাজে মরি শেষে করি হাহাকার ; চরণে টানিয়া লও হে!
আমার স্বভাব করা অপরাধ, রাগদ্বেষ, হিংসা, বাদ, বিসম্বাদ,
"জীবে ক্ষমা, দয়া", এই তব সাধ, আমায় প্রসন্ন হও হে!
তব শুভ ইচ্ছা করিতে পূরণ, আমার সর্ব্বস্ব করহ হরণ,
পাগল করিয়া দাও প্রাণ-মন, ঘুচাও মর্ম্ম বেদনা হে।

— মা —

বাঁশীর সুরে পেয়েছি তাঁর
প্রেমে ভরা প্রাণ,
জ্যোৎস্না মাখা ফুলের গন্ধে
স্বরূপ সন্ধান।
কত সুন্দর, কত মধুর, কত কমনীয় বদন-মুকুর,
তাঁর স্বার্থহীন আত্মদান !
কত আশা, কত ভালবাসা, হতাশ জীবনে বিশ্বাস, ভরসা
গেয়ে গেছে তাঁরি প্রেম-গান !
যত ভুলি তত যাই গলি, শতবার করি মনে তুলি
স্মৃতির শৃঙ্খলে বাঁধি প্রাণে প্রাণ।
আমার আমার সর্ব্বস্ব তাঁহার, বাকী মোর কিছু নাহি আর,
সর্ব্বময় আজি তাঁরি প্রেম-তান।

— মা —

তোমারি তরে মা, আমার প্রকাশ,
এত দুঃখ-গান,—বেদনা-উল্লাস,
এত হাসি-অশ্রু জীবনে।
কোথায় লুকায়ে জননি, আমার
আমারে খুঁজিতে দিয়েছ সংসার,
সবি হেথা পর, জানিয়া আপন—
প্রচারিতে তোমা ভুবনে।
তোমারি চরণে লভিতে সান্ত্বনা
এ মম কঠোর জীবন-সাধনা,
যত দুঃখ পাই, তত ডাকি মা,—মা,
ভাসি আঁখিনীরে বিজনে।
আমার আমিত্ব কর মা গো নাশ
লভি জ্যোতির্ম্ময় তোমাতে প্রকাশ,
তুমি, তুমি শুধু—তুমিই জননি
আনন্দ-নন্দিত ভুবনে।

— মা —

এত ভালবাসি তোমা ভুবনে
বিরহে মিলনে, বিজনে গহনে—
সঘনে জপি মনে ;
নাহি জানে দেহ, নাহি শোনে কেহ,
এত ভালবাসাবাসি, এত মেশামিশি
শুধু প্রাণে, শুধু মনে ;
কত দিবসের, কত বরষের, কত কথা, কত ব্যথা,
কত যামিনী, কত রাগিণী, কত গাথা, কবিতা—
শুধু গোপনে, শুধু গোপনে ;
আমি তোমারি,—আমি তোমারি,—জীবনে, মরণে
স্বপনে, সোহাগে, প্রমোদে, রোদনে !
তুমি আমারি,—তুমি আমারি,—
আমি তোমারি চরণে ।

— মা —

কোথায় মা তুমি ? কে তুমি আমার ?
যত ভাবি মনে, ভুলি এ সংসার
কেটে যায় হৃদি ভার ;
তত কাছে আস, তত ভালবাস,
একি লীলা চমৎকার ?
যত মনে করি, দূর করি বোঝা,
ভাঙ্গিয়া মূরতি, ভুলি স্মৃতি, পূজা
ত্যাগ ছেড়ে ভোগ-পথে চলি সোজা
রহিব তোমায় ভুলি—
তত হেরি তুমি হাসি অন্তরালে
বাহু বাড়াইয়া লও কোলে তুলে ;
হৃদয় উথলি স্নেহের হিল্লোলে
উপহাস কর সঙ্কল্প আমার ।
তত তুমি মাগো ভক্তি মন্দাকিনী
মরমে প্রতিষ্ঠা করি দিন যামি
তোমাতে আমারে প্রেমাকুল করে
বারে বারে যাও চলি ;—
এত আকুলতা, বেদনা বিরহ
প্রাণে নাহি সয় মাতঃ, অহঃরহ ;
রাখ রাঙ্গা পায় ঘুচায়ে সংশয়
নতু দাও চির ঘন অন্ধকার ।

— মা —

আজি রাশি রাশি সেফালি ফুলের প্রায়
দিকে দিকে মোর ছড়ান হৃদয়
কুড়ায়ে, তোমাতে কর মা, তন্ময়
বেলা যে বহিয়া যায় গো !
আর কত কাল পাষাণি, আমারে
আমিত্বের ভ্রমে ভুলাবি সংসারে ?
(এবে) কাঙ্গাল করিয়া প্রেমাকুল প্রাণে
চরণে লুটায়ে দাও গো !
না যাইতে বেলা খেলা শেষ করি
মা, তোরি নিদেশ ধরি শিরোপরি
প্রবাস ছাড়িয়া স্বদেশে আপন
কোন্ মন-রথে বল যাব গো !
কবে পদ-তরী করিয়া আশ্রয়
সন্ধ্যা সিন্ধু তীরে আঁখি অশ্রুময়,
মা নামে বিভল ধরিয়া অঞ্চল
শক্তি-মন্ত্রে পার পাব গো ?

— মা —

আমার সকল স্বার্থ, সকল অর্থ,
তোমা বিনে ব্যর্থ জননি, গো
আমার আনন্দ-উল্লাস, বাসনা-বিলাস
(শুধু) তোমারি সেবার তরে গো।
সুখ, দুঃখ মোর সকল বিধানে
জড়ায়ে রয়েছ তুমি মনে, প্রাণে ;
অনুখন চাহি তব মুখ পানে
জগতের ব্যথা ভুলি গো !
(আমার) ধরম, করম, ভজন, সাধন
তোমার শ্রীপদে কর নিয়োজন ;
মোহের বন্ধন করহ ছেদন, প্রকাশি করুণা-কিরণ গো।
(আমার) আপনার জন নাহি, নাহি আর ;
যে দিকে যা দেখি সকলি তোমার ;
(এবে) ঘুচাও দূরতা তোমার আমার
মিলায়ে চরণ-রেণুতে গো।

— মা —

আমি যদি শূন্য, তুমি ত পূর্ণ
অপূর্ণে পূর্ণ কর গো !
তুমি হয়ে মেঘ, পিয়াসি চাতকে
বরিষ পীযূষ-ধারা গো।
তুমি করুণার অপার সিন্ধু
আমি ক্ষুদ্রতম শিশির-বিন্দু,
মানুষ করিয়া তোল গো।
তুমি তো উদার গগন মহান্ ;
আমি ক্ষুদ্র অণু নাহি পরিমাণ ;
তোমারি বিশাল হৃদয়ে রসাল
আমারে গড়িতে দাও গো !
তোমাতে নির্ভর-শক্তি অবিচল,
নাম-গানে শ্রদ্ধা, প্রত্যয় অটল,
নয়ন প্লাবিয়া ভক্তি-আঁখি-জল
দাও, দাও মর্ম্মে খুলি গো !

— মা —

তোমারি ইচ্ছা করিয়া পূর্ণ
আমারে ধন্য কর হে।
আমার,—আমার করি চিরনাশ
প্রেমে তব প্রিয়, গড় হে।
দুঃখ দাও যত সুখে সহি তত
বিরহে মিলনে হেরি বিভাসিত ;
তোমারি সাধনে তোমারি মহিমা,
তোমারি প্রেরণা হে।
আমি আকাশে পাতিয়া কাণ
শুনিয়াছি মহাগান ;
উদার হৃদয়-সাগরে ডুবিয়া
পেয়েছি অগাধ প্রণয় হে।
সগুণে নির্গুণে করি বিমিশ্রণ
বিভিন্নে অভিন্ন মূর্ত্তি মনোরম ;
অরূপ স্বরূপ—পূর্ণ নিরাকার
মাগো, হেরিবারে আঁখি দাও হে।

— মা —

তোমারি চরণে পরাণ আমার
লও মাগো, উপহার,
আমার সংসার, জীবন আমার,
হাসি আর অশ্রুভার।
তোমারি কারণে উচাটন মন
ভকতি বন্ধনে করিয়ো বন্ধন,
হৃদয়-বীণায় রাগিণী তোমার
ঝঙ্কারিয়ো অনিবার।
খুলে দিও মোহ-অন্ধ দুনয়ন
সর্ব্বময় তোমা করি দরশন,
জীবনে, মরণে পূজিতে তোমায়
সর্ব্বময়ী, সর্ব্বাধার।
আমারে বিস্মৃত করিও বিভল,
তোমারই কাজে আকুল, পাগল,
তুমিময় মাগো, রচি ভূমণ্ডল
লভি প্রেম-পারাবার।

— মা —

গান গাওয়া আজ হ'লো শেষ ;
কৃতাঞ্জলি চেয়ে আছি তোমারি নিদেশ ।
মরমের ভাষা, প্রাণের রাগিণী
শ্রীচরণে সবি সঁপেছি জননি,
শূন্য নয়ন পুণ্য স্বপনে
বিভোর করিয়ো শেষ ।
দিয়ো শুদ্ধা ভক্তি, প্রেম সুবিমল,
তোমারি চরণে বিশ্বাস অটল ;
ভেঙ্গে মায়াস্বপ্ন, প্লাবি আঁখি জল—
লীলা মোর করো শেষ ।
মননে, মরমে, স্বপনে সঘন—
আকুল হইয়া প্রেমাকুল মন,
মাখি পদরেণু দিয়ো এ জীবন
ধন্য হইতে শেষ ।
প্রণব-অমৃতে সিক্ত করি প্রাণ,
জীবনের দিবা করো অবসান ;
নিয়ো, সবি নিয়ো, কাঙ্গাল করিয়ো—,
দিয়ো স্মৃতি টুকু অবশেষ । *

— মা —

* ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৩৫ ।

আত্ম-সমর্পণে করি মৃত্যুপণ
দেহ-তরীখানি দাও ভাসাইয়া ;
চেয়ে রও মার মুখে নিরবধি,
দাঁড়, পাল, হাল সকলি ছাড়িয়া ।
যদি উঠে পথে বাদল বাতাস,
না করিও ভয়, না করিও ত্রাস ;
রুদ্ধ করি ভাষা, প্রাণের স্পন্দন,
জড়ের মতন থাকিও বসিয়া ।
কভু অহঙ্কার হইলে জাগ্রত
ভকতি বিশ্বাসে করিয়ো সংযত ;
মুখে, বুকে, শ্বাসে রেখো মাতৃ-নাম
ধন, জন ,গেহ সকলি ভুলিয়া ;
মায়ের মোহন মুরতি মধুর,
রাখিও হৃদয়-দর্পণে আঁকিয়া । *

— মা —

* মৌসুরী জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ ।

(৫২)

বল আর কতদিন আকুল পরাণে কাঁদিতে হইবে জননি ?
কবে হৃদয় যন্ত্রে, তন্ত্রে তন্ত্রে বাজিবে তোমার রাগিণী ?
কবে সকল দুঃখের, সুখের ভিতর, প্রেমরস-পানে হইব বিভোর ?
নয়ন খুলিতে, শ্রবণ ফিরাতে শুনিব তোমার বাণী ?
ডুবে যায় রবি, নাহি আর বেলা ; বুঝি ডুবে যায় এই দেহ-ভেলা ;
কে আছে আমার তুমি বিনে আর, হৃদয়ের ধন পরশমণি !

— মা —

(৫৩)

বহুদিন গত হ য়েছি বঞ্চিত ও তব শ্রীপদে জননি,
অন্তরে সঞ্চিত হইয়াছে কত অশ্রু-বিজড়িত বাণী !
স্তব্ধ আকাশেতে পেতে আছি কাণ,
এলো, এলো ব'লে শিহরিছে প্রাণ ;
তাপিত চিত্তের মৌন নিশ্বাসে তপত নিখিল ধরণী ।
সব কাড়িয়াছ আরো কেড়ে নাও,
সকল বন্ধন ছিন্ন করে দাও ;
শুধু রেখো অধিকার শ্রীপদে তোমার,
কাঁদিতে দিবস যামিনী ।

— মা —

আমায় দিবি (মা) কত জ্বালা ?
জ্বালায়, জ্বালায় জ্বলে পুড়ে (মা) পরাণ হল ঝালা পালা !
মায়া-ফাঁদে আছি পড়ে,
যতই কাটি ততই বাড়ে ;
চরণ-তলে টান্‌বি কবে, ভাবলে বুকে বাড়ে জ্বালা।
সাথের সাথী ছিল যারা
একে একে খস্‌ল তা'রা ;
বলো, বলো, আমায় বলো, কবে হবে আমার পালা ?

— মা —

গাঁও সবে মিলি দিয়ে করতালি,
মা আনন্দময়ীর জয় রে ;
যাঁর শিক্ষা দীক্ষা হরি-গুণগান,
যাঁর মূলমন্ত্র জীবে পরিত্রাণ,
যাঁর শ্রীচরণ করিলে স্মরণ
ভক্তি-উৎস বহে হৃদয়-কন্দরে।
মহাশক্তি-ময়ী জননী নির্ম্মলা,
কল্যাণদায়িনী, ভকত-বৎসলা,
বরাভয় হস্ত সদা প্রসারিত,
হিন্দু মুসলমান সবারি উপরে।
ত্রিতাপ-দগ্ধ নিখিল হৃদয়,
বিষয়ের বিষে শীর্ণ বিষ-ময়,
নিভাও অনল, ঘুচাও দুঃখ,
মাতৃ-নামরূপ অমিয়া-ধারে।
মা'য়ের বিধানে গড়ি মন, প্রাণ,
প্রেমভক্তি নিয়ে হও আগুয়ান,
উড়াও মায়ের নামের নিশান,
বল হরি হরি হরি বোলরে
গাও মা আনন্দময়ীর জয় রে।*

— মা —

* দ্বাত্রিংশত্তমজন্ম মহোৎসব, ১৩৩৪।

এস, এস ভাই, আজি শুভদিনে গাও হে মঙ্গল-গান।
গাও আনন্দময়ীর জয়, হয়ে সবে একতান।
উৎসব-বারতা করিয়া বহন, সুর-তরঙ্গের ছুটে সমীরণ;
নদীর কল্লোল, সাগর হিল্লোল, গাহে মায়ের যশোগান।
বিশ্ব-দুঃখে হইয়া কাতরা, এসেছেন নেমে ভব-দুঃখ-হরা,
বরষি স্নিগ্ধ করুণার ধারা করিবেন জীবে পরিত্রাণ;
আবার গাও, আবার গাও আনন্দময়ীর জয়গান।
সত্যের আলোকে ভাসে দুনয়ন, উজ্বল ললাট, সহাস্য বদন,
বরদ হস্ত, আশিস্ বচন, স্নেহ-পূরিত সরল প্রাণ।
জগত জুড়িয়া সাজাও আসন, ভাবদীপ ধূপে কর আবাহন
ভকতি-কুসুমে করহ অর্চ্চন, প্রেম-আঁখিনীরে ভরিয়া প্রাণ
আবার গাও, আবার গাও, আনন্দময়ীর জয়-গান।
শ্বাসে, প্রশ্বাসে, উল্লাসে, আবেগে, লও, লও মায়ের নাম,
রাতুল চরণে নমি বার বার সঁপে দাও দেহ, মন, প্রাণ।
এত ভালবাসা কে কোথায় দিবে?
কাঙ্গালের তরে কে এত কাঁদিবে?
থাকিতে সময় লইয়া শরণ, কল্যাণের পথে হও আগুয়ান।
কাঁপায়ে সঘনে, মেদিনী গগনে উড়াও মায়ের জয়-নিশান।*

— মা —

* ত্রয়স্ত্রিংশত্তম জন্মমহোৎসব ১৩৩৫।

(৫৭)

আমার সাধন ভজন সকলি তুমি,
কভু দেখি তুমি, কভুও বা আমি,
কভু নাই আমি তুমি।
কভু দেখি তব নাই কায়াছায়া,
কভু দেখি আছ সেজে মহামায়া
কোথায় বা আছ কোথায় বা নাই,
খুঁজিয়া না পাই আমি।
হে আদি অনন্ত জগত জীবন,
ঘুচাও মরম-নিবিড় ক্রন্দন,
রাখ অবিচ্ছেদে মিলনে, বিচ্ছেদে,
ও রাঙা চরণে স্বামী।

— মা —

(৫৮)

ডাক মা মা মা মা মা মা মা,
বল মা মা মা মা মা মা মা,
গাও মা মা মা মা মা মা মা,
ভজ মা মা মা মা মা মা মা,
জপ মা মা মা মা মা মা মা,
ডাক, বল, গাও, ভজ, জপ মা মা মা।*

* মাতৃ-দর্শন ১৩৫ পৃ

হরষে, বিষাদে কিবা সুখে দুঃখে, অবিরাম ডাক মা, মা, মা, মা !
মাতৃ-গর্ভ হ'তে যখনি পড়িলে, বিশ্ব-জননী নিল তু'লে কোলে ;
করিল দীক্ষিত "ওঁয়া" মন্ত্রে, ডাকিতে শিখাল মা, মা, মা, মা ।
আপনাতে ভর করিয়া আপনি, গিয়াছ ভুলিয়া আদি মহাধ্বনি ।
তাই বেদ-তন্ত্র খুঁজিয়া বেড়াও, অসীম অনন্তের সীমা ।
যদি ঈশতত্ত্ব জানিবারে চাও, নামরূপ যত মা বীজে ডুবাও,
ভাস আঁখি নীরে, মা মা মা বলে, কর পথের সম্বল আনন্দময়ী মা ।
মায়ের শেষ ভিক্ষা* করিয়া স্মরণ, লক্ষ্য-নামে বাঁধ দেহ, প্রাণ, মন,
শিশুর মতন হাসিয়া নাচিয়া, অবিরাম ডাক মা, মা, মা, মা !†

— মা —

* আমার জন্য দৈনিক নিয়মিত দশমিনিট কাল 'নাম কর' জীবের কাছে মা এই ভিক্ষা চাহিয়াছেন,—শুদ্ধ-আত্মচিন্তার হেতুস্বরূপ ।

† মাতৃদর্শন—১৩৪ পৃঃ ।